দৈনিক
ইত্তেফাক
তারিখ ... 12 MAR 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ২০ ... কলাম ... ৬ ...

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার হাল

বেলাল হোসেন ‖ শিক্ষা ছাড়া যে জাতির উন্নয়ন সম্ভব নয় তা আর নতুন করে বলার কিছু নেই। উন্নত জাতি গঠনের পিছনে রয়েছে উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা। পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতার এ দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা আজও পর্যন্ত প্রাচীনই রয়ে গেছে। আমাদের কৃষি, আমাদের শিল্প আধুনিক হয়ে উঠতে পারছে না সঠিক শিক্ষার অভাবে।

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। এ দেশের জনগণের বৃহত্তর অংশ সংবিধান স্বীকৃত এ অধিকার হতে বঞ্চিত হচ্ছে। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় কিছু অংশ কেবল পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে। বাকী দরিদ্র জনগোষ্ঠী পড়ছে পিছিয়ে। একটি দেশের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা এমনটি হোক। এটা কারো কাম্য হতে পারে না।

শিক্ষার বর্তমান অবস্থাটি প্রত্যক্ষ করতে আমরা সরেজমিনে হাজির হয়েছিলাম দেশের উন্নত-অনুন্নত বেশ কিছু স্কুল-কলেজে। গ্রাম প্রধান এ দেশে গ্রামীণ শিক্ষার অবস্থা নেহাতই নাজুক। শিক্ষা লাভের উপযুক্ত পরিবেশ বলতে যা বোঝায় তার কিছুই প্রায় এখানে নেই। সামান্য সুযোগ-সুবিধা নিয়ে ধুঁকে ধুঁকে চলছে জেলা পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। বিভাগীয়সহ বড় বড় শহরের শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর অবস্থা মোটামুটি পর্যায়ের। আর রয়েছে ধনকুবের শ্রেণীর জন্য বিশাল ব্যয়ের বিলাসী শিক্ষালয়। অবশ্য এ সবের মধ্যেও যে আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এদেশে নেই, তা বলা যাবে না। যদিও তার সংখ্যা একেবারেই হাতেগোনা।

শিক্ষার মান, সুযোগ-সুবিধা, সুষ্ঠু পরিবেশ ইত্যাদির নিরীখে আমাদের শিক্ষালয়গুলোকে চার পর্যায়ে বিভক্ত করে পাঠকের জন্য উপস্থাপন করছি।

প্রথম পর্যায়

নিভৃত গ্রামে অচল প্রায় শিক্ষা ব্যবস্থা শুধু নেই আর নেইঃ গ্রামে গ্রামে ঘুরে দেখা গিয়েছে সেখানে স্কুল-কলেজে সমস্যা প্রকট। ক্লাসরুম স্বল্পতা, চেয়ার,বেঞ্চের অভাব, খেলার মাঠের অভাব রয়েছে প্রায় প্রতিটি স্কুল-কলেজে। লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরিতো থাকল আরও পরের ব্যাপার। এমন অনেক কলেজ বা স্কুল রয়েছে, যেখানে কেবল ঘরের জায়গাটুকু মাটি দিয়ে উঁচু করে ঘর তোলা হয়েছে। বাকি জায়গা রয়েছে পরিত্যক্ত অবস্থায়। এমন অবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীর দাঁড়ানোর জায়গাটুকুও নেই সেখানে।

ছাত্র-ছাত্রী যারা রয়েছে তাদের বেশীরভাগই এসেছে নিম্ন মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবার থেকে। সামান্য টিউশন ফি, বই কেনাসহ যাবতীয় খরচ যোগানো তাদের অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। মাঠের কাজ, শিক্ষা একসাথেই চালাতে হয়। কেরোসিনের অভাবে বাড়ির পড়া তৈরী করতে পারে না, এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা একেবারে কম নয়। খারাপ যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য কখনও স্কুলেই যায় না যারা তাদের দলটাও ভারি। মোট কথা গ্রাম দেশে শিক্ষা বিষয়টাকে সেভাবে নেয়া হয়নি আজও। না ছাড়া একটা ভাব রয়েছে। পড়তে হয় তাই পড়তে যাওয়া। অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এখানে শিক্ষার দাম কেবল বিয়ের বাজারে।

অধোমুখী শিক্ষার মান: নানা সীমাবদ্ধতায় যেখানে শিক্ষা-দীক্ষা খেয়ে যাবার যোগাড়, সেখানে শিক্ষার মান খুঁজতে যাওয়াটাই অনুচিৎ। শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দেয় কেবল একখানা সনদ পাবার আশায়। তা যে উপায়েই হোক না কেন। সহজে পরীক্ষা পাসের জন্য শিক্ষকরা সংক্ষিপ্ত সাজেশান দিয়ে থাকেন। যে স্যার যত স্বল্পসংখ্যক প্রশ্ন দেন সে স্যার তত অভিজ্ঞ বলে খ্যাত হন। ক্লাসে কখনও পুরো সিলেবাস পড়ানো হয় না। নিয়মিত ক্লাস তো হয়ই না। শিক্ষার্থীর সংখ্যানুযায়ী একাডেমিক ভবন নিতান্তই অপ্রতুল। তবে উপস্থিতি একেবারে নেই বললেই চলে। কয়েকটা কলেজের শিক্ষকদের অভিযোগ শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির অভাবেই নিয়মিত ক্লাস করানো সম্ভব হয় না। বেশ কিছু কলেজ পড়ুয়া শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে প্রকৃত অবস্থাটি জানা গিয়েছে। সিলেবাস অন্তর্ভুক্ত প্রশ্ন করেও সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি। দেশ ও বহির্বিশ্বের চলতি ঘটনাবলীর উপর প্রশ্ন করে কোন জবাবই পাওয়া যায়নি। দেশ রাজনীতি অতটা বোধের মধ্যে না থাকলেও এরা অনেকেই রাজনীতি করে। মজার ব্যাপার হল, এরা অনেকেই বাংলাদেশের বর্তমান প্রেসিডেন্ট এর নাম জানে না। কুড়ি জনের মধ্যে ছয় জন কেবল সঠিক জবাব দিয়েছে। আটজন বলেছে ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরীর নাম। একজন বলেছে বিচারপতি শাহাবুদ্দীনের নাম। বাকিরা কোন জবাবই দেয়নি। এ থেকেই বোঝা যায়, তারা কোথায় বাস করছে।

নকলের মহামারীঃ ক্লাসে যেহেতু পড়াশোনা হয় না, পরীক্ষার হলে তাই কলম চালু রাখাও সহজ হয় না। হাঁটতে হয় অন্য পথে। চৌর্যবৃত্তি চলে পরীক্ষা হলে। ছোট ছোট কাগজ, বইয়ের পাতা সম্বল করে তারা চলেন পরীক্ষার হলে। নকল করার উপযোগী ছোট ছোট বইও পাওয়া যায় বাজারে। পরীক্ষা হলে নকল হয় বিভিন্ন কায়দায়। নকল সরবরাহ করার জন্য হলের বাইরে লোকজন ঠিক করা থাকে আগে থেকেই। তারা সাধ্য মত সরবরাহ করেন। অভিজ্ঞ শিক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রদের ভাড়া করা হয় সঠিক উত্তর তৈরী করার জন্য। খাতা বাইরে নিয়েও লেখার নজির রয়েছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক কলেজ শিক্ষক দিয়েছেন ভয়ঙ্কর তথ্য। পরীক্ষা কেন্দ্রে নকলের পরিবেশ তৈরী করতে প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদের সন্তুষ্ট করতে হয়। তার জন্য প্রচুর টাকার প্রয়োজন হয়। এ টাকার চাহিদা মেটানো হয় পরীক্ষার্থীদের উপর চাঁদা ধার্য করে। নকল নির্ভর পরীক্ষা যাকে বলে। ২০০২ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বিপর্যয় দেশব্যাপী আলোচিত বিষয়। নকল প্রতিরোধের কারণেই ফলাফলের এমন বিপর্যয়।

সমন্বয়হীন শিক্ষা ব্যবস্থাঃ গ্রামীণ শিক্ষা ব্যবস্থায় সমন্বয়হীনতা একটা বড় সমস্যা। স্কুল বা কলেজের শিক্ষক, কমিটি, অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে সমন্বয়ের কোন চেষ্টা নেই। কমিটির লোক শিক্ষকদের ধার ধারেন না। শিক্ষকরা নিজের মত চলেন, শিক্ষার্থীরা এসব ব্যাপারে উদাসীন। টেবিল চেয়ারের সাথে তাদের সম্পর্কটা যেটেই ভাল নয়।

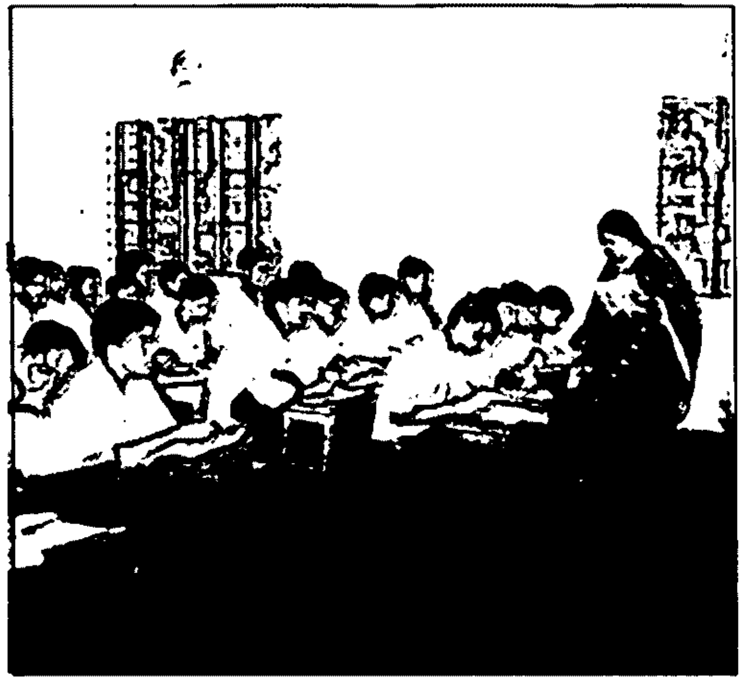

অবকাঠামোগত উন্নয়ন অল্পবিস্তর হলেও শিক্ষাঙ্গনে বাড়েনি শিক্ষার মান

দ্বিতীয় পর্যায়

জেলায় জেলায় শিক্ষার করুণ হাল ক্লাস রুমের স্বল্পতায় ক্লাস হয় গাদাগাদি, ঠাসাঠাসি করেঃ শ্রেণী কক্ষের শিক্ষা জেলা পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে চালু রয়েছে। শিক্ষকরা ক্লাসে আসেন নিয়মিত। ছাত্র-ছাত্রীও নিয়মিতই ক্লাসে উপস্থিত হয়। একাডেমিক ভবনের স্বল্পতায় ক্লাস রুমে মহাভীড় লেগে যায়। এমনকি গাছতলায় ক্লাস করানোর নজির রয়েছে দু'একটি কলেজে। কষ্ট করে হলেও ক্লাস চালু রাখা হয়েছে। এ থেকে ছাত্র-শিক্ষকের আন্তরিকতাটি স্পষ্ট বোঝা যায়। এখানে নকল প্রবণতা অপেক্ষাকৃত কম।

ক্লাস রুমের সংকট কষ্ট করে কাটালেও লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরীর সুবিধা থেকে তারা একেবারেই বঞ্চিত। দু'চারটা বই যদিও আছে কোন কোন কলেজে, তবে তাকে কোনভাবেই লাইব্রেরী বলা যাবে না। বিজ্ঞান ল্যাবরেটরীর ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। দুই একটা যন্ত্রপাতি যাও আছে প্রয়োজনের তুলনায় তা কিছুই না। বিজ্ঞানের শিক্ষা চলে তাই ধুঁকে ধুঁকে।

তৃতীয় পর্যায়

মন্দের ভাল সমস্যার প্রকটতা কিছুটা কম: দেশের বিভাগীয় ও বড় বড় শহরের প্রাচীন কিছু স্কুল কলেজে অবকাঠামোগত সমস্যা কিছুটা কম। ক্লাস রুম, চেয়ার, বেঞ্চ ইত্যাদির অপ্রতুলতা অতটা নেই। বড় পরিসরে মোটামুটি মানের ক্যাম্পাস রয়েছে। রয়েছেন অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী। তবে শিক্ষক সংকট রয়েছে। শিক্ষকদের খালি পদগুলো খালিই রয়ে যায়। পূরণ করার চেষ্টাও নেই কর্তৃপক্ষের, বিশেষভাবে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। এটা একটা বড় সমস্যা। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষকের অভাবেই কেবল শিক্ষা প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়। তারপরও শিক্ষার মান একেবারে খারাপ বলা যাবে না। শিক্ষা এখানে মোটামুটি পর্যায়ের। অবকাঠামোগত সমস্যা মোটামুটিভাবে উৎরানো গেলেও রয়েছে লাইব্রেরী সমস্যা, বিজ্ঞান ল্যাবরেটরীর যন্ত্রপাতির অপ্রতুলতা। শিক্ষক সংকটের কথাতো পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তারপরও আশা রয়েছে। এতসব সমস্যা মাথায় নিয়ে শিক্ষার মান ধরে রাখাটা একেবারে সহজ কথা নয়। তারপরও ফলাফল যা হয় তা অগ্রাহ্য করার মত নয়। এমন সব সমস্যার মধ্যে থেকেও কিছু শিক্ষার্থী অবিশ্বাস্যভাবে ভাল ফলাফল করে ফেলে সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায়। এমন কিছু শিক্ষার্থীর সাথে কথা বলে জানা গেছে তারা নিজের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমস্যাজনিত বাধাগ্রস্ততা অন্যভাবে পুষিয়ে নেয়।

চতুর্থ পর্যায়

বৈষম্যের উদাহরণ ধনিক শ্রেণীর বিলাসী শিক্ষাঃ কেবল ধনিক শ্রেণীর জন্য কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। অর্থকড়ি যাদের কম, তারা সেখানে স্থান পাবার যোগ্য নন। জীবনযাত্রার মান যাদের উন্নত বিশ্বের চেয়েও উন্নত তারাই কেবল এসব শিক্ষাকেন্দ্রে আসতে পারে। বিশেষভাবে এখানে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোর কথা বলা যেতে পারে। বছর বছর সেখানে টিউশন ফিস বেড়েই চলেছে। তার উপর রয়েছে হাজ[...] পারেন। যা[...] লাভজনক [...] ইংলিশ মি[...] আমাদের [...] ভাল দিক [...] দিয়ে। এ[...] দোষটি তা[...] শেখানো [...] এই প্রেক্ষা[...] ইংরেজীতে [...] তুলে ইংরে[...] সিলেবাসে [...] এড়িয়ে য[...] আগ্রহ সৃ[...] সংস্কৃতিতে[...] সংস্কৃতি [...] বিদেশে[...]

... শগুত নাগরিকদের নি[...]
[...]া যাইতেছে।
স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে সেই[...]

পুরুষ প্রার্থীদের [...]
ক) কোন স্বীকৃত [...] এবং সরকার ক[...] সার্টিফিকেট-ইন-[...] শর্ত থাকে যে, [...] একটি পরীক্ষায় [...]
খ) কোন স্বীকৃত [...]
মহিলা প্রার্থীদের [...]
ক) কোন স্বীকৃত [...] দ্বিতীয় বিভাগে উ[...]
খ) কোন স্বীকৃত [...] দ্বিতীয় বিভাগে উ[...]
গ) কোন স্বীকৃত [...] উত্তীর্ণ।

ইংরেজীতে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে [...] রাজশাহী ও খুলনা বি[...] চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশা[...] অন্য প্রকল্পে অথবা রাজস্ব[...] পারবেন।